ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৫ নভেম্বর, ২০০৭

বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১১ তারিখ ঃ ----------

২১ কার্তিক, ১৪১৪

নূতন ব্যাংক ও বিশিষ্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধনকৃত
ব্যাংক ব্যতীত বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক-কোম্পানী।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও মেয়াদ এবং
পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা প্রসঙ্গে।

কোন ব্যাংক-কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব, অন্যান্য কোম্পানীর অনুরূপ, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকে। ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব অপরাপর কোম্পানীর তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ব্যাংকের কর্মকান্ড প্রধানতঃ আমানতকারীদের অর্থে পরিচালিত হয় এবং এই ক্ষেত্রে আমানতকারীদের আস্হা অর্জন করা ও বজায় রাখা অপরিহার্য। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে ইহার শেয়ারধারকগণের পাশাপাশি আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষনেও সচেষ্ট থাকিতে হয় । ব্যাংকের নীতি-নির্দেশনা প্রণয়ন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান সুচারুরূপে সম্পন্নকরণে তথা ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও কর্পোরেট গভর্নেন্স নিশ্চিত করিবার জন্য উপযুক্ত ও পেশাগতভাবে দক্ষ সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১। পরিচালনা পর্ষদের গঠন ঃ-

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (অধ্যাদেশ নং ২২, ২০০৭) প্রণয়ন ও জারী করা হইয়াছে। উক্ত অধ্যাদেশ-এ, অন্যান্যের মধ্যে, ব্যাংক-কোম্পানীতে পরিচালকের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে নূতন বিধান সন্নিবেশ করা হইয়াছে। সংশোধিত ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৬), (৭) ও (৮) নিম্নরূপঃ-

"(৬) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৫) এর অধীন আমানতকারীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত পরিচালক ব্যতিরেকে কোন ব্যাংক-কোম্পানীতে ১৩ (তের) জনের অধিক পরিচালক থাকিবে না।

(৭) কোন পরিবারের সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে কোন ব্যাংক-কোম্পানীর–

(ক) শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক শেয়ারের অধিকারী হইলে উক্ত পরিবারের সদস্যগণের মধ্য হইতে অনধিক দুই জন পরিচালক থাকিতে পারিবে; এবং

(খ) অনধিক শতকরা পাঁচ ভাগ শেয়ারের অধিকারী হইলে উক্ত পরিবারের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন পরিচালক থাকিতে পারিবে।

(৮) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর কোন পরিচালকের পদ ত্যাগ করা আবশ্যক হইলে পরিচালকগণের মধ্য হইতে কোন্ পরিচালক উক্ত পদ ত্যাগ করিবেন তাহা পরিচালকের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে এবং পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে তাহা পরিচালক পর্ষদের সভায় লটারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।– এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পরিবারের সদস্য হিসাবে স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই ও বোন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সকলেই অন্তর্ভুক্ত হইবেন।"।

২। পরিচালক পদের মেয়াদ ঃ-

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫কক ধারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদের মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়েও সংশোধন আনয়ন করা হইয়াছে। প্রতিস্থাপিত আইনের ১৫কক ধারা নিম্নরূপঃ-

"১৫কক। পরিচালক পদের মেয়াদ, ইত্যাদি।- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদের মেয়াদ হইবে তিন বৎসরঃ

চলমান পাতা-২

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ব্যতীত অন্য কোন পরিচালক একাধিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন পরিচালক একাধিক্রমে দুই মেয়াদে পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী একটি মেয়াদ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে পুনঃনির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার সংগে সংগে তাহার পরিচালক পদ শূণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন একটি মেয়াদের আংশিক মেয়াদ পূর্ণ মেয়াদ হিসাবে গণ্য হইবে।"।

৩। **পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা ঃ-**

ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিম্নরূপ যোগ্যতা ও উপযুক্ততা থাকিতে হইবে ঃ-

ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যূন ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

খ) তিনি ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হন নাই কিংবা কোন জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন না বা জড়িত নহেন;

গ) তাহার সম্পর্কে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আদালতের রায়ে কোন বিরূপ পর্যবেক্ষন/মন্তব্য নাই;

ঘ) তিনি আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোন নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দন্ডিত হন নাই;

ঙ) তিনি এমন কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন না, যাহার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হইয়াছে;

চ) তাঁহার নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ খেলাপী নাই;

ছ) তিনি কোন সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন নাই;

জ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি তাহাকে অনুগত থাকিতে হইবে । তবে কোন বিষয়ে তিনি ভিন্নমত পোষন করিলে তাহা পর্ষদের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করাইতে পারেন এবং/কিংবা গুরুত্ব বিবেচনায় তাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরে আনিতে পারেন।

৪। পরিচালক পদপ্রার্থী হিসাবে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৯৩ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদেয় সম্মতিপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পদপ্রার্থীকে এই মর্মে সংযোজিত ছক **(পরিশিষ্ট-ক)** অনুযায়ী একটি ঘোষনাপত্র দাখিল করিতে হইবে যে, উপরে বর্ণিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী তিনি ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্য নহেন।

৫। উক্ত ঘোষনাপত্রটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং তিনি পরিচালক নির্বাচিত হইলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাহা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। উপরে বর্ণিত ব্যাংক পরিচালকদের উপযুক্ততার বিধি-নিষেধ এতদ্‌বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ কোন আইন/ বিধিমালার অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫(১) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এই সার্কুলার জারি করা হইল।

ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, পরিচালক পদে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার উল্লিখিত শর্তাবলী সকল শেয়ারধারক, পরিচালকগণ ও চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন।

এই সার্কুলার ০৮ অক্টোবর, ২০০৭ তারিখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। এটি কার্যকর করিবার ফলে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১২ তারিখঃ ২৬ এপ্রিল, ২০০৩ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(নব গোপাল বণিক)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন-৭১১৭৮২৫

পরিশিষ্ট-ক

ঘোষনাপত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০৫ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ এ ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার যে নীতিমালা ঘোষনা করা হইয়াছে, উক্ত নীতিমালা এবং ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর বিধান অনুযায়ী আমি ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। আমি আরও ঘোষনা করিতেছি যে-

ক) আমি কোন আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হই নাই কিংবা কোন জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডের সহিত জড়িত ছিলাম না বা জড়িত নহি;

খ) কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আমার সম্পর্কে আদালতের রায়ে কোন বিরূপ পর্যবেক্ষন/মন্তব্য নাই;

গ) আমি কখনও আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোন নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দন্ডিত হই নাই;

ঘ) আমি এমন কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলাম না, যাহার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হইয়াছে;

ঙ) আমার নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন খেলাপী ঋণ নাই;

চ) আমি কখনও কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হই নাই;

ছ) আমি অন্য কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক নহি।

তারিখঃ

স্বাক্ষরঃ

( )

প্রতিস্বাক্ষরঃ

( )
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
.....ব্যাংক লিঃ